যুগান্তর

তারিখ 29 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

ঘোষিত সূচিতেই এইচএসসি পরীক্ষা

যুগান্তর রিপোর্ট

১ এপ্রিল শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাই হোক, এ পরীক্ষা এবার ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ীই গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে মোট ১১ দফা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো : পরীক্ষা কেন্দ্রে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে নিরাপত্তা বিধান, কেন্দ্রে নেয়ার পথে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা, পরীক্ষা শেষে বোর্ডে পাঠানোর ক্ষেত্রে উত্তরপত্রের নিরাপত্তা এবং বোর্ড থেকে পরীক্ষকদের কাছে উত্তরপত্র পাঠানোর ক্ষেত্রে নিরাপত্তা। এ ছাড়া পরীক্ষার দিনই উত্তরপত্র এবং ওএমআর ফরম বোর্ডে পাঠানোর লক্ষ্যে যত সময় প্রয়োজন রেলওয়ের পার্সেল বিভাগ খোলা রাখা, একইভাবে ডাকঘর খোলা রাখা, পরীক্ষাকালে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, পরীক্ষা সুষ্ঠু, সুন্দর ও নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।। প্রথম ৫টি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ও নিশ্চিতে সহায়তা চেয়ে ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

পরীক্ষা : এইচএসসি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সিনিয়র সচিবকে প্রথমবার গত ৯ মার্চ ও দ্বিতীয় দফায় গত ২৪ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দেয়া হয়েছে। একই বিষয়ে গত ২৪ মার্চ আলাদাভাবে মহাপুলিশ পরিদর্শককেও (আইজিপি) চিঠি দেয়া হয়েছে। অন্য পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়া হয়। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সারা দেশের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানকেও চিঠি দেয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শনিবার রাজধানীর রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে বলেন, বিএনপি জোটের হরতাল-অবরোধসহ যত প্রতিবন্ধকতাই আসুক না কেন, ঘোষিত সময়ের মধ্যেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। হরতাল দিলেও এইচএসসি পরীক্ষার রুটিনের কোনো পরিবর্তন হবে না। তাই তিনি এ ব্যাপারে পরীক্ষার্থী-অভিভাবক, শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সজাগ থাকার পরামর্শ দেন।

মন্ত্রণালয়ের চিঠি : গত ৯ এবং ২৪ মার্চের চিঠি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. এনামুল কাদের খানের স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দফতরে পাঠানো হয়। এর মধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিব ও আইজিপিকে পাঠানো ২৪ মার্চের চিঠি দুটির বিষয়বস্তু অভিন্ন। এতে বলা হয়, 'শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সরকার পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' আরও বলা হয়, 'পরীক্ষা কেন্দ্রে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রে আসা-যাওয়ার পথে নিরাপত্তা প্রদান, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ট্রেজারি বা থানা থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিবহন, পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ এবং শিক্ষা বোর্ড থেকে পরীক্ষকদের কাছে পাঠানোর ক্ষেত্রে বিশেষ নিরাপত্তা প্রয়োজন। আগামী ১ এপ্রিল বুধবার থেকে সারা দেশে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি), ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ, আলিম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ডিপ্লোমা ইন কমার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা, এইচএসসি (ভোকেশনাল) এবং এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) পরীক্ষা শুরু হবে। প্রতিবারের মতো এ পরীক্ষা আটটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসহ একটি মাদ্রাসা বোর্ড ও একটি কারিগরি বোর্ডের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।'

আজ আইনশৃংখলাবিষয়ক সভা : এদিকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সামনে রেখে আজ বেলা ১১টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আইনশৃংখলা-সংক্রান্ত সভা আহ্বান করা হয়েছে। এতে কমিটির সদস্যরা বিশেষ করে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধি, বিজ্ঞি প্রেস, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে। মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শনিবার এ তথ্য জানানো হয়েছে।

হরতাল থাকলেও পরীক্ষা হবে : শনিবার রাজধানীর রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে ৩২ জন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও ৩২ জন টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষের হাতে গাড়ি হস্তান্তর অনুষ্ঠান হয়। এতে শিক্ষামন্ত্রী প্রধান অতিথি ছিলেন। এ সময় বক্তৃতায় তিনি বলেন, হরতাল দিলেও এইচএসসি পরীক্ষার রুটিনের কোনো পরিবর্তন হবে না। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত সচিব স্বপন কুমার সরকার, টিটিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বনমালী ভৌমিক, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের যুগ্ম পরিচালক শেখ আলমগীর হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৩২ জেলার শিক্ষা কর্মকর্তাদের নতুন জিপ প্রদান করা হয়। পরে বাকি ৩২টি জেলার শিক্ষা কর্মকর্তাদের গাড়ি প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়। এ ছাড়া পুরনো ৩২টি জিপ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজকে প্রদান করা হয়েছে।